ধানের রঙ সোনা

বীরেন চক্রবর্তী

মানস প্রকাশনী ৬৪ বহুবাজার স্ট্রিট। কলি-১২ ॥

প্রথম প্রকাশ
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭
(নজরুল জন্মদিন)

প্রকাশক
শ্রীরবি রায়
৬৪, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীপরেশ চন্দ্র দাস
কমার্সিয়াল ইউনিয়ন প্রেস
৬৪ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

সূচীপত্র

ভূমিকা

কিম্ভূত শাখামৃগ ও ধোঁয়াটে পুত্র

প্রথম কাব্যগ্রন্থ "টক আঙ্গুর"এ ভূমিকার ভূমি রচনা করায় অনেকের উষ্মার কারণ ঘটেছিল স[illegible]—কবিতাই কবিতার স্বসত্তা এবং এই উদ্দেশ্যে উপক্রমণিকা অপ্রয়োজনীয়। যথার্থ এই যুক্তিতে ভূমিকার আপন প্রাণ বর্ত্তমান তাহ'লে কাব্যপ্রাণের নাতিদূরে অবস্থান। উপরন্তু পৃথক সত্তা ভূমিকা কাব্য-সত্তাকে সহজবোধ্য করে। বিশেষত সংকবিতা অনুপ্রেরণা নামে কিম্ভূত কলা উদ্ভূত না, সুস্থজ্ঞান ও পুনস্সৃষ্টি বোধ সম্ভূত।

রণক্ষেত্রে রক্তজবা

কৈশোর থেকে যাঁদের কাব্য একাধিক পঠনের আগ্রহ জন্মাত তাঁরা রবীন্দ্রোত্তর বলে ঘোষিত। উক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা দুরূহ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসুকে রবীন্দ্রোত্তর বলতে নারাজ। তাঁবা মধু-রবীন্দ্র রোমান্টিকতার চূড়ান্ত প্রকাশের ধারানুগ সেনাবৃন্দ এমন কি বাচনিক এবং গাঠনিক শৈলীতেও। মধু-রবীন্দ্র কুরুক্ষেত্রের শেষপ্রান্তে, কিঞ্চিৎ অগ্রসরে ভিন্ন রণ সম্ভব হ'ত, বিদগ্ধ বিষ্ণু দে ও সমর সেন শব্দপ্রচুর পাহাড়ীযোদ্ধার পোষাকে দুর্বল বীর। তুখোড় অভিনেতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাস্তব লেবেল সাঁটা তূণে রোমান্টিক তীর নিছক গতানুগতিক। এঁদের খপ্পরে নতুন কবিকুল হস্তপ্রসারে অতিব্যস্ত। গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়তুল্য সাংস্কৃতিক মার্কা মারা অধিক প্রচারিত পত্রিকাদের মাধ্যমে প্রচারিত এবং

প্রশংসিত। স্বভাবতই বিভ্রান্ত এবং বিরক্তিকর একঘেয়ে। কুরুপাণ্ডবের এক্তিয়ারের বহির্দেশে তৃতীয় শিবির। অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের বিদ্রোহ চিরন্তন। রঙ রক্তজবা। তৃতীয় শিবির কুরুক্ষেত্রের উভয় পক্ষের অসত্যকে দগ্ধে ব্রতী। সত্য ধাবণে সক্ষম।

তৃতীয় শিবির

তৃতীয় শিবির হুজুগ বিলাসী না, চমকপ্রদ না। তৃতীয় শিবির বস্তু সর্বস্ব, সুতরাং জড় না। তৃতীয় শিবির অন্য অর্থে শক্তি, নিশ্চয়ই ভৌতিক ঐশ্বরিক শক্তি না। শক্তি বস্তুর বিক্ষিপ্ত রূপান্তরিত অবয়ব, বস্তু শক্তির কেন্দ্রীভূত আকার। শক্তি ও বস্তু অভিন্ন। এই সত্য সামাজিক এবং মানবিক ক্ষেত্রে উপমেয় অথবা প্রযোজ্য। কার্যতঃ বস্তুতান্ত্রিক প্রাণচঞ্চল এই মনন সম্পন্নসাম্যসিদ্ধ। মনন ও আদর্শ যেমন কর্মের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানের সান্নিধ্যে, শক্তি এবং বস্তুও একত্র। শক্তির ওজন রয়েছে। দুএর ঐক্য ওজন বা পরিমাণ সামগ্রিক রূপ এবং মহাজাগতিক ক্ষেত্রে চিরন্তন এক। বক্তব্যকে ভাষান্তরিত করলে এনারগনিজম্ (energonism) পুনরায় পরিবর্তনে শক্তিবাদ বলা চলে। বিচ্ছুরণ ও একীকরণ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই সম্ভব সুতরাং শক্তি-বস্তু দ্বন্দ্বপূর্ণ। দুটি শিবিরের তাঁবু ধনুক ভারবাহীদের ধনতন্ত্রপুষ্ট অর্থ নৈতিক সমাজব্যবস্থায় একধরণের অভ্যাসদুষ্ট চিন্তা দানা বেঁধেছে। ভাবখানি বুদ্ধিনামে বুলবুল, কৃষ্টি নামে কুলেব একমাত্র এঁরাই একচেটিয়া কারবারি। উভয় শিবিরের নায়কদ্বয়ের মতো উচ্চবুদ্ধিবিত্ত সম্পন্ন নন আবার তৃতীয় শিবিরের শ্রমদাবিপ্রবিত্তদের সঙ্গেও করস্পর্শ করতে ঘৃণাবোধ করেন। এই মধ্যবুদ্ধিবিত্তকুল ভয়ঙ্কর শ্লথ এবং হীন, অবশেষে নিয়মমাফিক নিঃশেষ হলে দুই নায়কের মোট নতুন ভিন্ন শকটে চাপে। কুরুক্ষেত্রের হাবিলদারেরা তৃতীয় শিবিরের যোদ্ধাদের কাছে কৌশলে দূত পাঠান।

বুদ্ধি, মনন, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি না। টিটকারি মেরে কেউ প্রশ্ন করেন, "তৃতীয় শিবিরের নায়ক কে?" উত্তর,

"সত্যবস্তু"। বিশেষ কোনও ব্যক্তি নায়ক না হওয়ার জন্যে কুরুক্ষেত্রের নায়কদের সত্যাশ্রয়ী চিন্তাব্যক্তিনায়কহীন শিবিরের সাহায্য গ্রহন করতে বাধ্য।

যে টেবিলের উপরে শ্বেত কাগজখানি রেখে আমি লিখনরত সেই টেবিলটি একত্রিত শক্তি। টেবিলটিকে খণ্ডখণ্ড করে চূর্ণাতিচূর্ণ অণুপরমাণু ইলেকট্রোন, প্রটোন, নিউট্রন, ইত্যাদিতে বিভক্তিকরণের সময়ে এর সমাপ্তিতে যে তরঙ্গায়িত শক্তিগুচ্ছ বিচ্ছুরিত হ'ল তার পরিমাণ ও ওজন নিয়ে সেগুলিকে পুনরায় একীকরণ ও কেন্দ্রীভূত করলে টেবিলটিরই অস্তিত্ব ঘোষণা করবে। পরমানুতে চলছে অন্তর্দহন ও অহরহ গতিচঞ্চলতা। এই যে তথাকথিত ভৌতিক আত্মাবিশিষ্ট আমিরূপ একটি জীব, নিঃসন্দেহে বিশেষরূপে একত্রে শক্তি সংকলনের বস্তুরূপ। প্রশ্ন সম্ভব আমার এবং টেবিলটির বৈশিষ্ট্য ধারণের কারণ কি। শক্তি তার নিজের নিয়মানুসারে চলমান অবস্থায় নিজের অন্য দেহবস্তুর বন্ধুত্বে এক এক সময় এক এক কায়দার বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে বহুরূপী হচ্ছে। পরস্পর রূপ পরিবর্ত্তন করে শক্তির ভেল্‌কি খেল যথেষ্ট জটিল আঙ্কিক সমস্যা যার পরিসর এখানে সামান্য। জ্ঞাতব্য এইটুকু যে এটি আকস্মিক না।

ধান ভানতে শিবের গীত। তৃতীয় শিবিরের আলোচনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতির উল্লেখ অসংলগ্ন হলেও প্রয়োজনীয়। তৃতীয় শিবির বস্তুপন্থী। নিজেকে এই শিবিরের একজন সৈন্য মনে করে সমষ্টির দেখাকে ব্যক্তির মনন দ্বারা প্রকাশ করছি। অংশ সমগ্রের ক্ষুদ্র পরিচিতি, নামকরণে পার্থক্য গুণগত অসঙ্গতি না। নিশ্চয়ই অংশ সমগ্রের সগোত্র। অনেকের দেখাকে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে পদ্ধতি ও নিয়ম তৈরী বিজ্ঞান। অনেকের দেখাকে জড়ো করে নিজের মধ্যে থেকে রসোত্তীর্ণ প্রকাশ সাহিত্য। সাহিত্য জীবনের দর্পন। সমষ্টির দেখাকে সরিয়ে রেখে গোষ্ঠির দৃষ্টকে রসের ভারে প্রতিফলিত করলে সলমগ্রজীবনকে প্রতিবিম্বিত না করার জন্য অবয়ব বিকৃত, এক দেশদর্শী এবং খঞ্জ হবেই। কাজে কাজেই সজ্ঞানে বিকৃত হতে অনিচ্ছুক।

যৌক্তিক বক্তব্য প্রচুর দর্শনের একক অভিব্যক্তি। ভাষা বক্তব্যকে বোধ্য করতে সৃষ্ট হয়। প্রকাশে অক্ষম হলে শব্দচয়নে ও নবমুদ্রণে সমতা খুঁজে বেড়ায়। বৈজ্ঞানিক অ্যান্টনী ল্যাভইসিয়র অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত রসায়ন শাস্ত্রকে নবরূপে সজ্জাকালে বৈজ্ঞানিক ভাষাকে ভোল্ পাল্টাতে চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের জ্ঞাত যে ম্যাক্সিম গোর্কি রুশ তথা মানব জীবনের নবোপলব্ধ আবিস্কৃত প্রাত্যহিক প্রত্যয়গুলিকে প্রকাশকালে নয়া শৈলীর আশ্রয় গ্রহণে সার্থক হয়েছিলেন। বর্দ্ধিত অভিজ্ঞতাকে রসায়িত করতে গেলে খাঁটি সাহিত্যিকের বলবার টেক্‌নিকে পরিবর্দ্ধন অবশ্যম্ভাবী। ধ্বনি ও শব্দ শক্তি। অক্ষর, ভাষা বাস্তবে স্থিতির প্রয়াস।

অ্যারিস্টটলের 'গতি'র ধারণার সঙ্গে আধুনিক যুগের 'শক্তি'র যথেষ্ট গরমিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে লিবনিত্‌জ্ এবং উনবিংশ শতাব্দীর টমাস্ ইয়ং প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা কর্ম, শক্তি, গতি প্রভৃতির বিধর্ম ও পথ বাতলাতে সচেষ্ট হলেন। হাল আমলে শক্তি সম্পর্কে মতান্তর ও মনান্তরের মৌলিক যে কারণগুলি বিজ্ঞাপিত সেগুলি সামান্যভাবে এই রকম। (১) শক্তি বস্তুবিন্দুকে চরিত্রায়িত করছে না, তার বুকে জড়িয়ে থেকে গতির দিকে ঝুঁকছে। (২) স্বাধীন শক্তিক্ষেত্রে বস্তুবিন্দুর মতো শক্তিবিন্দু কতখানি পূর্ণ শূন্য অবস্থায় আসতে পারে অথবা শক্তির নিজের ওজন আছে কিনা। (৩) মহাজগত পরোক্ষ অবস্থানে শক্তিসাপেক্ষ। (৪) সময়, সীমা, আবদ্ধ কল্পনাকে স্বীকৃতির সামঞ্জস্যে শক্তি ও বস্তুর সম্বন্ধ ঠিক করা যায় কিনা। (৫) পরমাণুচূর্ণ দ্বারা শক্তির তরঙ্গোদ্ভব। ক্লাসিক, নিউটনীয়, থারমোডিনামিকসের, আপেক্ষিক ও বিশেষ আপেক্ষিক বাদের এবং কোয়ানটামের প্রামাণ্য আলোচনার নির্যাস থেকে উপরোক্ত সমস্যারা পরিস্ফুট। বস্তু গোয়েন্দা যেন শক্তি চোরকে ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না। ধরবে কে, যে গোয়েন্দা সেই চোর।

মোদ্দা কথা বস্তু ও শক্তির অস্তিত্ব, বস্তুতরঙ্গ ও শক্তিতরঙ্গের অস্তিত্ব পুরোমাত্রায় সত্য ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে প্রমাণিত। উভয়ের অস্তিত্বই যখন ধরতে

পারছি তখন উভয়েই বাস্তব। উভয়েই যখন বাস্তব, তখন উভয়ের রূপই বস্তু। উভয়েই যখন বস্তু তখন একে অন্যের রূপান্তর না বললে হাস্যকর হবে। বুকে গুলি লাগলে রক্ত বেরিয়ে আসে। সেই রক্তের সঙ্গে পেটের মধ্যে দৈনিক যে ভাত, চচ্চড়ি, ঘণ্ট ঢালা হয় তার অভিন্নতা প্রমাণ করতে না পারলে গোলন্দাজ আমার ত্রুটী হবে। রক্ত কিম্বা ভাত-চচ্চড়ি-ঘণ্টের দোষ না। আরও একটি স্থূল উপমা খাড়া করি। অনেকক্ষণ ধরে বক বক বকলে অবসাদ আসে খিদে লাগে তাড়াতাড়ি। বহির্গত ধ্বনি ও শব্দ যা শব্দ শক্তি থেকে অবিচ্ছেদ্য না তারই ত্বরিত অভাবে দৈহিক বাস্তব ক্ষয়ের প্রসাদে খিদে শীঘ্র বাড়ল। যদি চর্মসার বক্তার সঙ্গে তাঁর বক্তৃতার অভিন্নতা প্রমাণ করতে না পারি তবে বক্তৃতার উপরে বাজপাখীর মতন ছোঁ মারা পুলিশ আমার দোষ, খিদে বা বক্তৃতার ভুল না। শক্তি ও বস্তুর বাস্তব চরিত্র প্রমাণে অক্ষমতা বৈজ্ঞানিকের। পরমাণু বিভাগ ও থারমোডিনামিক্স্ বিভাগের অত্যন্ত অগ্রসর দেখে মনে হয় যে বস্তু-শক্তির স্বজাত্য প্রমাণে বিলম্ব নেই। সুবিধার জন্যে নামের রকমফের। সেই সুবিধা আমিও গ্রহণ করে শক্তির পাল্লা দিয়ে যাবতীয় সমগ্রকে মাপবার চেষ্টা করছি বলে 'এনাবর্গনিজম' নামে চালিয়েছি। এই বোধের সঙ্গে কেমন করে সাম্যবাদ, বিদ্রোহ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সত্য হয়ে উঠেছে তার আলোচনা স্থাননির্ভর যা এখানে অতিপরিমিত। কবিতাগুলি কোন্ দৃষ্টিতে পড়লে বুঝতে সহজ হবে তারই উল্লেখ এখানে।

ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না বুদ্ধিজীবির ঘোড়ার ডিম

শ্রমিক চামড়ার তেলে কড়াভাজা বুদ্ধিজীবির অশ্বডিম্ব অত্যন্ত তাক লাগানো মুখরোচক উন্নাসিকতা। শ্রমিক উৎপাদক। শ্রম সর্বক্ষেত্রে দৈহিক। বুদ্ধি দেহবহির্দেশ প্রদেশে ডাকারি করলে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা চলত। লেখক গায়ক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি মদানন্দে ও বেগুনানন্দে ডুব দিলে রেহাই পান সৃষ্টির দোহাই দিয়ে। যে রিকসা চালক এঁদের বহন করে ঘর্মাক্ত কলেবরে পৌছানোর উৎপাদন রচনা করছে এবং কৌতূহলবশে একই স্থানের আনন্দাসক্ত হয় তাকে কোন্ অনাসৃষ্টির দোহাই দেওয়া যাবে। দুজনের বিকৃত আনন্দ সমপর্যায়ের। দুজনের সৃষ্টিই দৈহিক শ্রমে উৎপাদিত। বুদ্ধিজীবি বলে যদি ভিন্ন শ্রেণী রাখতে

হয়, অর্থাৎ বুদ্ধিকে যদি অশরীরি পেত্নী গণ্য করা যায়, তাহলে যাঁরা ধোঁয়ার কারবারে অধ্যবসায়ী তাঁদের কি ধোঁয়াজীবি বলব? স্রষ্টা এবং উৎপাদক শ্রমিক। তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসচেতনতা সঙ্কীর্ণ চিত্তের অশিক্ষিত প্রকাশ। বস্তু শক্তির অন্য ডাকনাম। ইচ্ছানামে জিনিষটি পারমাল শক্তির দূরে না, কর্ম কাইনেটিকের কাছে।

ধানের রঙ সোনা

বানানে ও শব্দ প্রয়োগে সুবিধাবাদী হয়েছি। যেখানে চলতি কথ্য কল্কায় বানান ও শব্দ প্রয়োগ করলে হৃদয়গ্রাহী হয় সেখানে সেই নক্সা এঁকেছি। যেখানে ক্রিয়াপদে চলতিভাবে চলে শুদ্ধাচারে দানা বাঁধবার বাসনা করেছি, সেখানে মাটির দলাকে বাঁশের চোঁচ না লাগিয়ে হাতীর দাঁতের ছুরি দিয়ে কেটেছি। সকলের ক্রিয়াকেই চলতি চালে ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ণ চলতি কবিতায় ক্রিয়ার বানানেও কথ্য উচ্চারণের সাবল্য অনুসরণ করে ভালো করলাম কি মন্দ করলাম জানা নেই। কবিতাগুলি ছন্দে অনাথ। ট্রাডিশন রক্ষা প্রয়োজনে।

'ধানের রঙ সোনা' কবিতাটি উদ্ভট বা অবাধ্য মনে হবে না যদি পাঠক উপরোক্ত বোধের দৃষ্টিকোন থেকে লক্ষ্য করেন। বেটা-বেটি শক্তি-বস্তু। 'গণেন্দ্রকে' কবিতাটি আদর্শভিত্তিক। 'গণেন্দ্র' শব্দটি সমস্ত জনসাধারণের প্রতীক হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। পূর্বেই আভাষ দিয়েছি বুদ্ধিজীবি শ্রেণী আবার তার মধ্যে আঁতলেকচুয়াল শ্রেণী প্রভৃতি বিভক্তিকরণে আমার তুরন্ত ঘৃণা। অতএব গণসাহিত্যে বিশ্বাসী। পরিষ্কার জানি অক্ষম হয়েছি প্রায়ই। ধান সৃষ্ট উৎপাদন। লোকচক্ষুর আপাতমূল্যবান সোনা লুকিয়ে আছে উৎপাদনে। রঙ তাই সোনা। বিদ্রোহের রঙ আগুন, আগুনের রঙও সোনার কাছাকাছি।

অবশেষে ল্যাজ

ল্যাজের অধিকার দিতে হল। কারণ তৃতীয় শিবিরের অনেক আলোচনা অপরিচ্ছন্ন, অপরিস্কৃত, অর্দ্ধযুক্তির অন্ধকারে রয়ে গেল। সময়ের অবসরে সম্পূর্ণ পুস্তক রচনার ইচ্ছা রেখে এখানেই ক্ষান্ত হলাম।

নিগ্রহ

বৈরাগী হয়ে চুপ মৌসুম কেন মূক
কথা বলবেনা
রৌপ্য পাহাড়ে ভৈরবীগান থামবে না।

শৈবাল দেয় ছুট প্রক্ষেপে রচে পট
পথে চলবে না
সমতল উজানীর ব্রণ ঝরসেনা।

বিচ্যুতা দেখে যায় চৌরস সবমান
সব সইবে ত
আলোর ঝরনা ঝয় ঝর জাগন্ত ত।

জৌলুষী হয়ে খুব নিগ্রহে নতমুখ
কথক আগের
রক্তপদ্ম শুকোতে দেখে মুখ লাজের।

ধানের রং সোনা

এসেছে বেটা গিয়েছে বেটি যমজ বটি ধারাল নটী
বেটির ব্যথা উরুতে হাত
নকোন দ্বীপ ত্রিভূজ কালো বেটার দেহ বেটিতে পেল ॥

পয়গম্বর পাঁরিতে পোড়া থলের গম ছিটিয়ে দিল
নাচের ঘরে ময়না ওড়ে
পায়ের মল ভুকাঁধে বাজে অতিলৌকিক ধোঁয়ারা কাজে ।।

বেটাবেটির কান্নাকাটির সমাধানের পথ বাতলে
অস্ত্রোপচার ভূতের চোখে
শিশুর মুখে জরায়ুজবা শোধের ঠ্যাঙে শনির থাবা ।।

ক্রোমিয়ামের চিকচিকিয়া ফচকে তুনো ফরসেফটা
চাঁদ মঙ্গল ক্লীব বলে ত
আরেক সূর্য আরেক দিকে অন্তজগত চাষের সিকে ।।

স্মার্ত ব্লাউজ কাঁচিতে কাটে তপার শুন বেটায় চোষে
ডুগডুগিরা বুজরুগিরা
বাঘের ছালে বকনা কাঁদে চাঁদের ফালা কুহক ফাঁদে ।।

ভোগ্য কুকুর ভগবানের মুক্তোবরীর বিড়াল বধে
ত্যাজ্য নারীর সাদা কাগজ
গল্প লেখে বাঁশের কষাই ঠোঁটের নীচে ছক্কা ছুটোয় ।।

বেটাবেটির বৃষল সাবেক পড়তা বেপার বেলমোক্তার
সাস্ত্রী সাবাড স্মারক ঘোড়া
শব্দ ঝামার সুরেশ্বরীর নীচে নামাও হাম হাম্বির ।।

হারামি ফুল হারিত ছেড়ে ভেক ধরেছে ভেপসা কলি
আয়লো অলি কুসুম তুলি
জলের তলে হাড় ঢুকেছে শুক্লাতিথি চোখ মেরেছে ।।

বেটার হাত বেটির মুখে সুখের খাতে অ্যাটম আঢ্য
ইলেক্ট্রোনের নিউট্রোনের
আকর্ষনের ঐতিহাসিক চুল পুড়বে গন্ধ বাতিক ।।

এবার বাচ্চা খায় না কলা ঐন্দ্রজালিক রূপের গুরু
গগনভেদী গজের শুঁড়ে
শুক্রতারার শীলন থোড় কুল গেলরে মানিকজোড় ।।

হাকিম হাট বেটির কোঁক কোঁকড়া ঝোপ রক্তচারার
পাশেই চালা শুকনো শোক
গতায় চল গণেশ গুণী গলিত কল ফুরন ম্লান ।।

দেছুট ছুট মুফৎলাভ মুনশীগিরি যুযুৎসার
জুজুর ভয়ে যম কাঁপছে
বেটির শব বেটায় খায় যোজক ভাগে পিশাচ যায় ।।

রাঘব হ'ল মেঘের পেটে আশংসারা আশয় বোঝে
চূর্ণ ধূলায় শুণক তেজী
বিস্ফোরণের নিষ্ঠা মুড়ি মুন খেয়েছে নিধন বুড়ী ।।

কর্ণ কুহক রঙের চোখ নাক জীবের জিভের রোধ
ভাবের ত্বক মঞ্চে নাটক
ঝাঁকের ঝাঁঝ সদগতির বিচার চায় বেটার শির ।।

সঙ্কিৎসার দরজাখানা বাঁকা দাম্ভিক বিদূষকের
তেড়ে ঘুমান তারকানীল
ঠাকুরপোর বাবলাতলা ছিড়ল মতি গতিক সলা ।।

বেকুব বেধ বৈরী বাদুড় অন্ধচলার শব্দ বাঁধব
ব্রহ্মভাণ্ডায় যুগ্ম কিশোর
বেটাবেটির ভাহুক ভেরা টংরি লাও টেটন খোঁড়া ।।

পিনাক ধরো পিনাক ধরো পরোয়াহীন শ্রাবণ মাস
মাতা হলেন আণববাসী
শক্তিধরের সেবক ত্রাস পয়াকাকের মিছিল নাশ ।।

বেটাবেটির হাতাহাতির হাজির করা কারখানার
হসন্তিকায় প্রসব ফোটে
টিঁকে থাকার যন্ত্রনা ঢের কেউ মরেনা গ্রহের শের ॥

নাম রাখলাম রক্তজবা বেটাবেটির তৈরি ঘরের
মানি হুকুম রকম ফল
ইচ্ছে না হোক্ দাও পাওনা ধানের রঙ নিপুন সোনা।

টপকে ওঠার আগে

মুখ করেছো কালো হাসছো কেন চোখে
ধমক দেবে
এটুখানি কথা বলছি শোন
একটুখানি মন খুলবো ছোব
প্রাণের পাঁচিল টপকে উঠে দেখছি দূরের দ্বীপ
আলোর কাছে আমাকে আমি
বন্দী দিতে চাই
অকর্মণ্য চিন্তা হলে বাসি
ডিমের খোলায় পা কেটে যায়
কুস্থম মামলেট্
আমরা তখন আচ্ছা করে হাসি।

বাসা বদল

দোতলা এই বাড়িখানায় অসুবিধে
এমন কি আর ছিল
চারটে ঘর উপরনিচে রান্না প্রিভি পৃথক
কলের জলও এনতার
দক্ষিন দিক খোলা খাসা নীল পশ্চিম অঢেল
উপরন্তু ফালতু বারান্দায়
ফাঁকা মনের প্রতিধ্বনি বাড়তি
সাধুদাদার বাড়ি ভড়িৎদার সুতো লাটাই ঘুড়ি
কমলমনির মুখটা
কিম্বা
ব্যারাকবনের লাল গোলাপের টুনকি
মন্দ ছিল কি।

চীনে চাঁপা বিলিতি ঝাউ ছোট যুঁইএর ডাল
মাঠের মাটি নাইবা রইল
টবের খোলে দিব্যি লেগে গেল
পৌরপানী ভাগে যোগে গাছের পেটেও পড়ত।

রাস্তাটাও চওড়া ছিল
সুশীল বাবুর লণ্ড্রী চাই সামনে মুদিখানা
মায় সনাতনের মিষ্টি দোকান
শোন পাপড়ির পাব
হাতের কাছেই মিলত।

মোড়ের বারান্দায়
মনোহরের তেঁতুলজলে ফুচকি

চানাচুর আর বাদাম ভাজা
যতো চিবোবেন ততোই মজা
ডান গালে ফেলবেন বাঁ গালে মজা
এসব কিন্তু সন্ধ্যে বেলা
লাল মোড়া খাপ বেগুন ডাগর ডালিয়া ডালে ঘোমটা
অন্যদিকে শ্যামবন্ধু বোড
কালীঘাটের ষ্টেশন ছেড়ে নিউআলিপুর আংটি
বেশ ছিল ত' খোলাখুলি
সদানন্দের মেলা।

তবে কেন ছাড়ছি এঘর এই কথাটাই বলবেন
মোটেই তা নয়
বাড়িওয়ালা অতিভদ্র
টাকার দিকে হুঁস্ ত' থাকবেই
দরজা জানলা বড়ো বড়োই
বিশ ইঞ্চি গাঁথনি দেওয়ালের
নতুন বাসা নেয়ার কারন আসলে শুনবেন
পুরানোটার ছাদটা ফুটো ছিল।

স্বাতন্ত্র্য গ্রাস

পাংশুলা পাপিষ্ঠার পাশে
বসলাম হেসে
বললাম বাচস্পতি যেন
"রাশি রাশি তৃণ

বিচরন বিতৃষ্ণ এ মনে
মহামান্য জ্ঞানে
স্বয়ং স্বাধর্ম রক্ষাহেতু
সানুকম্প কেতু
হত্যা অন্য করতে পারিনি
বাঁচাও ভামিনী ৷৷

পাপিষ্ঠার অঙ্গে অঙ্গ লাগে
ভাবোচ্ছ্বাসে ভোগে
কম্পমানা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী
সে বলল, "নিশি
মহৌষধি এবং মহতী
আমি সাজি সতী
তোমার ঐ স্বাতন্ত্র্য সন্ত্রাস
করি আমি গ্রাস"।

রথের মেলায়

অতঃপর সম্মুখে মাটির রাস্তা
গাড়ীর চাকার কোপে
ধবলী ধোঁয়ার মতো ধুলো ওড়ে
পিপ্পলিপূত
আঞ্চলিক অবাধ জোরে জরুরী আমোদে
বোঝাই বাহনে মাল
চলেছে ঝিমিয়ে বক্র ঢিমে তেতালায়
কাছেই বাজার

হট্টরোলে সম্মোহিত রাজ্যজোড়া রথের মেলার।
স্বীকৃতির বৃষ্টি হ'ল শালিক সকালে
বড়বার সহকার মৈত্রীবন্ধন
তখনও জাগেনি আলো
ভালো করে বিস্ফারিত হয়ে
উৎসাহের উৎস ফাটোফাটো
সাব্যস্ত সংবাদ দাতা পুরোভাগে যোগী কোতোয়াল
সাদামেঘ তাঁত কাটে মাকু ছোট ছোট।

স্থানটিকে ঘিরে খানকয় ঘর উঠছিল
চড়ুই পাখীর যৌথ অস্থায়ী ঠোকর
কাঁচাহাতে কোনমতে ঠেকনো দেওয়া বেড়া
প্রস্তুতির পরিকল্পনায়
ঘরগুলি
রূপরূপান্তরে চরে প্রস্তুতি দোচালি।

সেই ফাঁকা মাঠ এবড়ো দোচালা দল
পূর্ণ জমাট দৃপ্ত জীবনের ঢেউ
রজনী গন্ধার চারা ময়না তোতারা
ব্যক্তির প্রাচুর্যে স্পষ্ট কারুকলা ছাঁচ
রূপকথা রূপালী প্রাকারে
সাযুজ্যের অখণ্ড আবেগ
সব আছে রথের চূড়ায়
তিতিক্ষার তির্যক ইঙ্গিতে।

মেঘের মুখোশ পরে সূর্য শোয়
বহুদূরে বর্ণ বিজ্ঞাপন
নির্জলা বাতাসে সুর ভাটিয়ালি ভূমিকা ঝিলাম
অন্যদিকে রথের মেলার ঝাঁঝ

গরম দারুন তেজ
উত্তেজিত শক্তির বলিষ্ঠ প্রচার
নিকটে রয়েছে রথ নক্সা-কুমারী
তিক্ত নিমগাছ
বুকে তার ক্লাসিক কুমার
ব্যক্তির পায়সে পুষ্ট
তালের বড়ার ভোজে স্বতস্ফূর্ত কাজে
চাঁদোয়ায় পদাতিক ঠুঁটো জগন্নাথ।

জগন্নাথ হাসে
হাসে তার আবেষ্টনী কাঠের ঝালর
আনন্দের রত্নদীপ কষাঢ় বাজার
এক টুকরো বাতাসার লোভে
ধন্বন্তরী বৈদ্যের গবেষণাগার চুরমার
পাঁপড় ভাজার গন্ধে
মিলিত মিছিল যজ্ঞে হোমশিখানলে
বিজ্ঞানের আহুতি দান কেন্দ্রীভূত শক্তিকে চিনে
চাঁদে নেই মাধ্যাকর্ষণ
এখানে এসেছে কারা পথ গুণে গুণে।

যখন ক্রেতার গালে রঞ্জনের রাগ
উপমুড়ি ইচ্ছাব্যস্ত চোখের ঝরনায়
ক্রীড়ারত শব্দের ঝাঁকে
ভীড়ের জীবন্ত চাপে প্রতিমাপুতুল
তালপাখা হাতে নিল আয়ুষ্মান আদি পাওনায়,
তখনই
পশ্চিমের শেষ সম্পাদনা

অপলক গতি

রাজাব মসনদে মিল ময়ুরাক্ষী মণি
বাড়তি বাজনায় ছিল ঢ্যাং কুড় কুড় সাবলীল ছুঁতো
আকস্মিক একটি স্ফুলিঙ্গ হ'ল অনুভূত
পালিত পদার্থবিদ্যা
আনকোরা অভিধান যৌক্তিক প্রহরের মূলে
জৈবিক পত্রিকা পোড়ে স্থবির কবলে
অহরহ ইচ্ছা তার দুর্বার পরিবার নিয়ে
ভুলবার পেয়ালা ভরে মৃত্যুকে এড়ায়
জগন্নাথ উপলক্ষ্য শুধু
সাক্ষী রথ সমষ্টির কালের করবী।

সঙ্গত

শীত সাক্ষাৎ সস্পৃহ সঙ্গত
দুর্নিরীক্ষ্য দানবের ঝলক।
দুরালাপে দুর্ভগ
কোষাধ্যক্ষ স্পষ্ট শশোৎখাতে
উদ্যত হয় প্রতিদ্বন্দী দণ্ডে।

নিরহঙ্কারী নির্গন্ধ ও সৌম্য
জন্মের ভাগী মৃত্যুতে মন্থর
সংবেদী শঙ্কর

শুষ্ক কাষ্ঠ শৈত্যের সমব্যথী
চেষ্টিত মনা ধ্বংসপন্থী,

স্থবির বৃদ্ধ বিস্মৃত বিহ্বল।
রাত্রিগর্ভ জন্ম দিল যে যন্ত্রী
তন্ত্রীতে তার শুভ্র
সপ্ততারকা শুদ্ধির শৈবালে
চক্ষু খুলল' উজ্জ্বল চক্করে।

গণেন্দ্রকে

যা কিছু নেবার তুমি গণেন্দ্রের কাছ থেকে নিও
যা কিছু দেবার তুমি গণেন্দ্রের খামরে ছড়িও
ফ্যাকাশে সভ্যির ডান টিকটিকি হাঁচিকাটা
ষাঁড়ের লেজের ঘায়ে বিরক্তির ডাশ
মার্ব্বেল পাহাড়ে ছিদ্র সোনার পাথর
আগে শেষে মধ্যিখানে খেজুরের কাঁটা
শিখণ্ডী দুর্বোধ
বাধা দেয় পথে পায়ে ঝোপে ঝাড়ে অনর্গল অন্ধকারে
যেন তুমি কদাচিৎ গণেন্দ্রের গগনে উড়ো না।

বদখচ পেরেকটা বুঝেছে সময়
গোড়ালির কড়া ধরা চামড়াকে চেয়ে
যে রস ঝরায়
কিম্বাট কি মার্ক টুর চাকা

বিলুপ্তির বাঁকা বাহুডোরে
শোধ করে দিল চিহ্নলোপ।

ন্যাকাশশী দিদি
মাথায় ফেললো পিক মদের বুদ্বুদ
ট্যারাচাঁদ ভূত হেসে কয় কেশে
গণেন্দের চোখেমুখে বহুতব খুত
এবং একথা জেনো
কিছু দিন কিছুলোক ভালো থাকে
তারপরে বদ হয়ে যায়
এক মাত্র ব্যক্তি বুদ্ধিমান
লগ্নী যার হস্তগত
তুমি কর্মী ফাল্তু ও অধম
ইত্যাদি ব্যঙ্গবচনবাক্য ক্রিয়া বিশেষনে
ভূষিত হাতুড়ি কাস্তে বই আইডিয়া
যমুনার জবাজলে স্নান করে ওঠে।

কুলোকে কুকথা কয় কেননা দুর্ব্বাশা
ক্রোধরোষে বলে ফেলে
স্বার্থের জাহাজ দাদা যত মাল বোঝাই করোনা
কোনদিন কক্ষনো ভরে উঠবে না।

যা কিছু নেবার তুমি গণেন্দ্রের কাছ থেকে নিও
যা কিছু দেবার তুমি গণেন্দ্রের খামারে ছড়িও।

কোকিলা চিত্ত

কুহরা কুহুরবে কোকিলা চিত্তের
ছবিতে ছাপ পড়ে বনানী বিশ্বের
রঙেরা রূপায়িত কুচিকা চঞ্চল
আননে রেখায়িত কুমারী অঞ্চল
মেশেনি দেবশিশু দরদী দর্গায়
সুরেরা সুমধুব মরমী সন্ধ্যায়
নগরে নিয়মিত নক্সা মান্দর
অবলা ঘটনারা হ'ল না গম্ভীর।

হ'ল না গম্ভীর অবলা ঘটনারা
গোপনে কঙ্কন বেজেছে দিশাহারা
বেতসে বিক্ষত জারক বলীয়ান
পতন পান্নায় বেদনা পালোয়ান
পাশুটে পত্রের পতাকা দোলায়িত
দেমাকি দস্তুর দমক নবনীত
বাচাল বস্তুতে কোকিলা চিত্তের
তখন পুণ্যাহ নিগম নিত্তের॥

ডালিম বৌ

সুরাহা স্বয়ংবয়া
আপেলের মতো প্রকৃতির মণি মুকুরে

তুমি ছাড়া আর ডাকেনা কেউ
ডালিম বৌ।

বলবার কথা নিত্যের ওড়নায়
লাগাল' পাগল পাহাড়ী নাচের
স্বতপ্রবৃত্ত মোহানায়
কানের দুল
কলিকা পরাগে দিয়েছে ঢুল
পাখীর পালকে বাড়বাড়ন্ত
অবশেষে এলো বার্ত্তাও
কৈ
তুমি ছাড়া আর ডাকেনা কেউ
ডালিম বৌ।

শিউলির বোঁটা
আউশের ভাঁজ নিষ্পাপ রোদে
বিদগ্ধ অনুকম্পা
জমকলো পটে
বাঈজি বাতাস নিপুণ জীবনে নিজে হ'ল মঠ
উৎসর্গের সিঁড়ি কেটে কেটে মৌমাছিগুলি
চাতুরীর খোদ কুণ্ঠার চুড়ি
ইসারা আড়ালে
যশের হুল
আলোপদ্দায় চিকমিক করে
হুঁশিয়ারি হাসি জহুরী প্রাণের হাসেনা কেউ
তুমি ছাড়া আর
ডালিম বৌ।

গল্পের বাজ তাৎপর্যের শিকারী
তোমার কাহিনী পৃথিবীর মতো হিসাবী
ধরা পড়ে যাওয়া ফলশ্রুতির
কোনঠাসা পল
অনেকের দেখা
প্রজাপতি বাঁকা নদী অর বাঁধ
প্রপাতে
চলনে বলনে সংলাপেও
তলব তৃষ্ণা
আরো চাওয়া আরো গান গাওয়া আরো
আরো তৃপ্তির বৃষ্টি
কৃষ্টি
খোশবাই
তুমি ছাড়া আর পায়না কেউ
পটিয়সী মেয়ে পিয়ারী আমার
রূপের ঝাড়
কালের ঢেউ
তালিম বৌ।

ভালোবাসার পরে

ভালোবাসো পাবে সব
প্রতারণা করবে না কেউ
বিধাতারা পাবে ভয় ঠকাতে তোমাকে।

গাছের ছাদের ফাঁকে সোনা পিঁপড়েরা
ঘর বাঁধে
সারি দিয়ে বুকে ধরে শর্করা আহরণ করে
তুমি তাকে ব্যথা দাও
বিষ বেঁধাবেই
তুমি ওঠো মগডালে তাদের এড়িয়ে
একটু বাঁচিয়ে
কিছু বলবে না
প্রতারণা করবে না কেউ
ভালোবাসো পাবে সব।

দোলনা

দোলনায় দুলছি আমি তুমি দুলছি
দূরে বাঁশী বাজছে
আমাদের ধারাপাত পায়ে পায়ে মৃত্তিকা
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাক গেল আঙুলের ছাপগুলো
মুছে মুছে যায় যদি ফিরে আসা বেঁচে থাক
কালবট ঝুরিদের ট্রাডিশন তখমায়
দোলনায় দোল খাই আকাশটা থাক না।

দোলনায় দুলছি আমি তুমি দুলছি
লাইনের ট্রেনটাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচছে
চক্রে আবর্তে
প্রতীক হুইলগুলো হাসিনীর হিকমত

হিন্তাল গাছকটা আমাদের দেখছে
বাতাসের ভাঁওতায় আর বুঝি ভুলছিনে
আমরা হুইলগুলো হিন্তাল গাছগুলো
কেউ তুড়ি দিচ্ছি নে
বুভুক্ষু ভস্ত্রার বিষণ্ণবক্ষয়ে
যৌবন দোলনায় আমরাই ব্রহ্মা।

আমি তুমি দুলছি
এপাশে বৃত্তাভাস ওপাশের ব্যবসায়
ডুবে গিয়ে ছুট দেয়
চোখ গেল কাতলার
শ্যাওলার আইডিনে রঙগুলো ঝলমল
সৈন্ধব সৌধের চারিদিকে মখমল
আমি তুমি উত্তাপ দোলনার স্রষ্টা
আমরা দুলছি বলে দোলনাটা দুলছে।

দোলনায় দুলছি
দুপাশের চারদড়ি দুটো হাতে ঠেকনো
দু হাত ঘিরে আছে দুজনের কোমরে
দূর্বার দুলিচায় দুপুরের রোদ্দুর
প্রমানিত করে দেয় যান্ত্রিক প্রণোদন
বিভাবন পুণ্য
আমাদের ঘিরে ধরে সকলেই ঘুরছে
অনন্ত দুলছে দোলনায় দুলছি
বিজয়েই শেষ নয় নিমেষটা দুলছে।

প্রতীক প্রত্যাঘাত

প্রত্যাখ্যান ও প্রতীক প্রত্যাঘাতে
অপ্রাচুর্যের আজন্ম সংঘাত
অন্যোপমাও নাস্তি আমার জন্যে
রাসভবৃত্তি নিষ্ঠার সংকেত।

কনোঘাতী কবির পরিচ্ছদ
পরি প্রলুব্ধ মৃত্যু আমার ধন্য
নিদেহরূপ মুখমণ্ডলে ধৃত
কারণ জন্ম শুদ্ধ তোমার জন্যে।

হেসেছে হস্তী সৌপ্তিক যূপকাষ্ঠে
কেননা হত্যা তিযকরূপী কুব্জ
মৃত্যুকে পান করেছে মৃত্যু হস্তে
নায়ক জন্ম অন্ধকারেই ন্যস্ত।

তিষ্ঠ চিত্ত চিল তোমাকেই বলি
বোদ্ধামূর্ত্ত ভায়মগুহাববারে
কাঁদতে যেওনা চতুষ্পার্শ্বে বালি
সাধের মুক্তা অশ্মমণ্ডলে ঝরে।

খুঁজতে গেলাম হারিয়ে যাওয়া চাবি

জিনিষটি ভালোই দাঁড়াল শেষে
আমার যে একগোছা চাবি
গুলিয়েছে যমুনার জলে
তালামারা দরোজায় জানালায়
সেফ্‌টি লকারে ও মনে
অবশিষ্ট নেই লোহা, যাকে দিয়ে রুদ্ধদ্বার খুলি
হারিয়েছে থলি
হয়ত ভরেছে ঠগ চেতনার ঝুলি
প্রভাত ফ্যাক্টরি সৃষ্ট চৌখশ চাবি গুলো নেই
খোয়া গেল জটপাকা বুদ্ধির খেই।

কাচের কপাটে বন্ধ সোফোক্লিস্ গ্রীস
বিজ্ঞানের ইতিহাস
বন্দীমুদ্রা, সিকি ও আধুলি
ক্যাশবাক্সে মাথা খোঁড়ে ধনপতি কুবেরের মতো
শান্তিপুরি মিহি ধুতি গরদ পাঞ্জাবি
কুঁকড়ে নিশ্বাস ফেলে
আলমারির পাটাতনে শুয়ে
দুর্জ্ঞেয় বন্ধ ঘরে ঘুরি
বালিশের তলে খুঁজি স্বপ্নের ঝারি
সম্ভবত সেও আর ফেরে না দলুয়া
কারণ চাবিটি নেই
অন্তত উত্তম
বোঝা গেল নেমে!

পথে নেমে ভাবলাম
যমুনার জলে হাতড়াই
অম্বরের রথে বসে সূর্য সারথী গলছেত গলছেই
রোলারে সমান বসা সুরকি গণীভূত
ঘামে ভিজে উঠলাম ভাদ্রের ভ্যাপসা গরম,
ফিটনের কোচে চেপে কিম্বা রিক্শায়
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা চলতেও পারে
হয়ত অর্জ্জুন চলে
সকলেই চাবি খোঁজে
স্মৃতি ভক্ত যমুনার জলে
মেঘের ছায়ায় উপলেপ।

পুলিশ প্রহরী ঘেরা যুক্তির বাংলোর চালে
সত্যের কলঙ্ক
চন্দ্রাবলী চাবি চুরি করে
উদাসীন এলোমেলো চলে
ডাকাত কি চোর
শুদ্ধ তীর আয়নার মতো
প্রসঙ্গত রূপসীর কূল
বালি নিয়ে হোলি খেলে অভ্র বাতুল
নামলাম নীল জলে
অশ্বগুলি পার হয়ে চলল ওপারে
ধুয়ে নিল সর্ব্বস্ব যমুনা যন্ত্রনা।

ঘর নেই আলো নেই
ভিজেহ'ল সপসপে

বাস্তবিক কালনেমি ঘড়ি
কোন কূল নেই বলে যমুনার কূল ঘেঁষে চলি
ভুলে গেছি চাবি
বিস্মরণে লুপ্ত হ'ল বর্ণ বিভূতি ;
ফাঁকা মাঠ ধূ-ধূ জমি চলন্তিকা অন্ধকার অছি
সমস্ত বিব্রত বস্তু ধীরে জ্বলে মোমের মতন
অন্তরঙ্গ এবং আপন
মূর্ত্তি হ'তে চায়
অত্যন্ত দুর্দান্ত বেগে গেলাম নিকটে
ছুঁদে আকাঙ্খার
যে আলোকে আরো চলি আরো আরো
চতুর্দিকে ওজন সম্ভার।

আগুনটায় ছাই চাপা দে

রান্না রাখ্ সাগর থেকে মুক্তো আনি চ তো
রুপোলি ঢেউ দড়ি বাঁধা মুর্গিটাকে ছাড়
কড়াই নামা হাত মুছে নে বৈষম্য বেড়ি
কাজু বাদাম টুক্‌রো সাদা বৃত্তান্ত তেতো।

আইয়ে সাহেব ছুটো সিটই খালি কিন্তু
তক্তা আটা গদিটা গেছে ছিঁড়ে নৈশদিন
ফিরতি স্রোতে পাবেন গরমটাকে বুকে
উপুড় মার্গ শুয়ে থাকবেন কূলে জন্তু।

ডাকছে শোন্ কর শীঘ্‌গীর খুন্তি রাখ
লাল কাঁকড়া উঠছে খুব দেখায় জালে
অনেকখানি জল এসেছে ডাঙায় ঘরে
গোয়াল ঘরে উপায় নেই খালটা ফাঁক।

উনুনে কি মাছ ভেজেছিস তেলটা খ্যাপা
দূরের দ্বীপে দেশান্তরী কোয়াল জমায়
ফুলের মালা ফিরিয়ে দিলাম নীলাচলে
উনুনটায় ছাই চাপা দে একটু চাপা।

স্বর্গের পাখী

স্বর্গ জেগেছে সুখে
সোহিনী সূর্যের বেশে রশ্মির প্যাকেটে
পাখী তুমি গান গাও
পাখী তুমি গান গাও দ্যোতনার দ্বীপে ;
দোহাই
রোগাটে রঙে কাঁচা কলে কলিয়ে যা'স না
বিবেক ধারণা
দেয়াসিনী দেহ ধরে অদ্বিতীয়া জলা
উপযুক্ত স্থান বেছে নাও
দৃশ্যে আসে কুচো কুচো পাকুড় পাপড়িরা
গান গেয়ে ভরে দাও
পুনর্বার জলস্তম্ভ পুনরূপ দেখি।

দুই ঠোঁটে মাটি রঙ মেখে
মাটিকে মহান করে মনে হয় ঠিক রাখা
পৌলস্ত্য মানুষ
নীলাভ আকাশপটে পরতে পরতে
খোদাই করেছে হাতে ভাস্করের ভিটা
সন্নিধানে স্বর্গ প্রকাশিত
এদিকে তোমার
চঞ্চুর বোঁটায় হাসিফুল ফোটে বিলকুল,
তনু-তনিমায়
সম্বোধিত বরফের পালাবদলের পাল্লায়
পাথরের নুড়ি ভাঙা আয়নার চোখ
বনরাজিনীলা থেকে কোন পথে এসেছে স্মারক
সেই পথ ঠিক রেখে
ন্যাসপাতি আঙুরের গাছে গাঢ় সবুজের সখ
রেখেছ মাথায় ধরে যেন মখমল
ফিকে হয়ে গেছে যত
পিঠে আঁকা হলুদের ঢেউ কাছে আসে।

বিশ্বাসের পাখী
তুমি ডানা মেলে ব'স কথা বলো
দীপক বা মেঘমল্লারে
সরোদ চৌদুন
শুভ্র ঋষির মতো শ্বেত পালকের পারিজাতে
অভ্রের আঁচর উষ্ণীষ চকমক করে
দিগন্ত উন্মুখ আশীর্ব্বাদ অমিতাভ অসি
চেতনা ঋত্বিক গান গাও
গান গেয়ে আচ্ছাদিত করো সত্য ও বিদ্রোহে।

রাতের নিয়রে শোয়া ঘাসফুলে রোদ্দুর পড়ে
মানুষের মনে রুম্‌ঝুম্‌
গগনে রজতরাস
গাছে গাছে রচে কুম্‌কুম্‌।

স্বর্গের পাখী তুমি গান গাও হিরণ্য সুঠাম
প্রসন্ন যৌবন আমি তোমাকে দিলাম।

শ্রাবণ সৌভিক

দুধপুকুরের তটে শ্বেতপাথরের বেদি
চতুর্থীর বোধি
রূপোর গাছে হীরের ফুল
সোনার পাতায় পান্নামীনে
কাঁদছে চাঁদ শ্রাবণ সৌভিক
প্রথম এলো
আণব আত্ম আঞ্জুমান থেকে
মণ্ডলাকার মণি মানিক খিলান
বৈদুর্যের যোনি
ভ্রূণ অংশে প্রবাল খেলা করে
চন্দ্রকান্ত কান্না মসলিনে।

ক্ষীরের মাছটা উঠল পুকুর থেকে
চাঁদের হাতে সাদা টগর ছুরি
মাছের পেটে চিঠি বোঝাই সমন

সমাধিস্থ মধু
জোনাকি গুলো নীলার মতো তুরুক
তিলেক শরিক ডুব দিয়েছে ঘাটে
বলতে পারেন বলতে পারেন
আমার বাবা কার বাড়ীতে খাটে।

ঘরনী

মুখে হাত দিয়ে তুমি ব'স না সুমতি
সন্ধ্যা হ'ল উঠে এসো, কাকের বাসায়
ফি'রে যায় ক্লান্ত ডানা ডাকাবুকা সই
নিজের ঠোঁটের ছেনি পরাক্রম রথে
রাজ্যের রাতুল খেলা জড়ো সৎপথে
রাঙায় রাত্রের স্নেহ জনপথ ছোঁয়
আকাঙ্খিত নিধুবন অন্ধকার নয়
প্রতিদিন নক্সা কাটে ঘরামীর কাঠে।

ঘরমেলা দায় বড়, তুমিও ঘরনী,
আষাঢ়ান্ত বেলা যায় কারখানা ছুটি,
আজরথ কাচ-সোনা চুরি কিনবে না!
চলো না মেলায় যাই, বর্ষার বিনুনি
গল্প বাঁধে ফিতে দিয়ে, বেলুনের জট
খুলে যায়, ঊর্দ্ধে মারী সমতলে রথ।

রোমাণ্টিক কমলা

তোমায় আমাকে করতেই হবে বিশ্বাস
আত্ম আরোপ করো
দুমাইল ব্যাপী বনটার
বাঘে জল খায় যে ঘাটে
কুলঝোপছায়া দীক্ষক
প্রাবৃত্তি পত্র লিখি—

ঊর্ম্মি তোমাকে কতো ভালোবাসি জানো না
পদচ্যুতিও ঘটেনা আমার স্বোপার্জনে
গ্রীষ্মাবধি
সবুজ গাছেরা গুড়িয়ে পড়েছে চন্দ্রিমার
অহমিকা যেন ঘাতোবায়ু
কাঁচের ছায়ায় নাচেরত পোড়া পক্ষাঘাত
কমলা পেড়েছি দুঝুড়ি মাত্র
তুমি খাবে বলে
সোনা কোরাং এর সমাধির পাশে
আঁকশি বাধিয়ে
পারো যদি তবে নীলামটাও।

ঊর্ম্মিলা বউ তুমি কি বলছ
ডালের কমলা ডালে ডালে ফিরে যাবে!

বদনের দানা

সবাইকে সবকিছু দিও মনটা দিওনা
বিকিওনা বদনের দানা—
একথা সে বলেছিল
কেন বলবে না
জানলার শিক দিয়ে কিছুদূর দেখে
যেখানে জাবর কাটে মেঘগুলি
আকাশের জঠরে ঘুমিয়ে
সেদিকে তাকিয়ে।

চারটি চেয়ার ধরে বসবার মতো
এইটুকু ঘরে
বসে বসে
তার চোখে তাজ ভাসে স্নায়ু মহরম
সে আমার যেই হোক
বক্তৃতার মহুয়াকলি ফুটিয়ে মন্দ না
হাততালির অপেক্ষায় থাকি
বাধা দেবে বুঝতে পারিনি
বলতে কি
দেখেছে ত কাজে ঢন্ ঢন্।

ততক্ষন প্রথমা কন্যা কাড়াকাড়ি করে
কামরাঙা পাকা
নড়ে পাতাগুলি

ভাবলাম বলেই ফেলি
ঘাস্‌নে ঘাস্‌নে উড়ে মধু বুলবুলি।

আলচোরা সাপ

পূর্ব্বে ক্ষেত পশ্চিমে ক্ষেত
মাঝখানে আল
আলচোরা সাপ
দক্ষ বিষ, দক্ষিণা ধেৎ।

দৃষ্ট হ'ল কাজলকালি
চক্‌রা বক্‌রা
ফণার খড়ম
কৃষ্ণ আজ লুকিয়ে গেলি!

স্বর্ণাধারে ধানের দুধ
আলচোরা সাপ
পান করে যাক
কল্কিকলা পেকেছে দুধ।

লখীন্দর বাঁচাতে গিয়ে
করছি তোয়াজ
কাল কেউটের
গোপন মৃত্যু বৃদ্ধ নিয়ে।

নৌকা সামলে আখ চিবিও মাঝি

জোরসে চিবাও আখ
দাঁতের মাড়িতে শিকড় রয়েছে
অধিকন্তু থাকে থাক
নিংড়ানো রস যতো পারো পেটে ভরো
জিভ ছড়ে গেলে ডর্ মত করো ভাই।

বলিহারি বীর পুষ্ট তোমার মুখ
পোক্ত পুরস্কার
ছিবড়ে চিবিয়ে গোরুকে খাইও
রাখছি নমস্কার।

তবে কি জানলে ইয়ার
কিছু আখ বেশ বজ্জাত হয়
মিষ্টি তবুও একেবারে কাঠ
যেন কট্টর কঞ্চি
যদিও কঠিন থোড়াই কেয়ার করো
হতে পারে সেটি সকলের সংহারও।

চিবুচ্ছো আখ ভিজিয়ে কষের নালা
দেখাচ্ছ পাটি দেখাও
তুমি যে কেমন কলির কেষ্ট রসের কারবারী
হোক না দিকদারি
আখের খণ্ড আখেরে মেনেছে বশ
সম্ভব হলে তাকেই করেছ হাল।

তোমার দাঁতের এনামেলগুলো সাদা ঝক ঝক করে
হাসি ঝরে ঝরে পড়ে
হীরের টুকরো পৃথিবীর পরে যত্রতত্র যেয়ে
আমার পোড়া কপাল
আমার প্রেমের মুসাবিদা লিখে
আমাকে ভেবেছ পাল।

জেনে রাখা দরকার
কিঞ্চিৎ উপকার
দাঁতের হয়ত কিচ্ছু হবে না
তোমার পালের পাঁজরে রয়েছে মস্ত একটা ফুটো
লাগুক বাতাস যতো
প্রাণহীন পাল চুপসে থাকবে চৌহদ্দির খালে
তোমার নৌকো ভরাডুবি হবে নিশ্চিত কালে কালে।

ঢেউএর আঘাতে ছিবড়ে দুলছে বুঝি
পালটা সামলে আখটা চিবিও মাঝি।

ছাপাই ও বাঁধাই

তোমার পৌরুষ দিয়ে তুমি তোমারেই রুখো
বইএর পৃষ্ঠার এই খণ্ড বৈতালিকী
পাবক পিলার দামী প্রতীতির রেখা
হয়ত প্রক্ষিপ্ত
কিন্তু বুদ্ধিষন বিসম্বাদে বিকল বকলে
করে মৃদু অতিরিক্ত অতিথি সৎকার।

প্রেসের দুর্বোধ্য কালি জড়ান আঙুলে
ধমনীর উপনালা রক্তবাহী তোতা
সুষমার সুরম্য চোখে ঘোষকের কথা
মলাটেও সৈমন্তিক
ইত্যাকার পরস্পর বিরোধী কতো
তুচ্ছতম বিচ্যুতি বন্ধনে
হয়নি ব্যাহত গতি প্রাণস্পন্দনের
একাকী বীক্ষণ
দ্বিতীয় হরফগুলি
রচনার রুবিলোকে জান্মের আওয়িদ।

বিস্ময় বিমুগ্ধ ধ্বজী
যৌবন কম্পোজ প্রীত কোরককেতন
সময়ের ঝুমঝুম ঘুঙুরের বোলে
বিগত বোঝেনি খেলা ছুটি হব খুব
ফর্মা হয়নি শেষ
ঘড়ির কুলুঙ্গি বাজে বিশ্বাসী কাঁটা
চিত্রগুপ্ত অভিনব
সবুরে ফলে না মেওয়া কিছু হের ফের
স্বীকার ক'রল এই প্রেম প্রহরের।

অতএব রাশি রাশি পুলকের স্তূপে
নচিকেতা দ্বৈতের ধূপে
গন্ধে গন্ধে আচ্ছাদিত নির্ভীক ছাপা
সূচীপত্র যুধিষ্ঠির নিপাতনে কৃতি।

অক্ষর শেখাননি পিতা
দালালের কোকশাস্ত্রে

উদ্ভট প্রকাশ
পড়তে সক্ষম নই
তাই
শরতের জীবাণু অঙ্কুর বেড়ে গেছে
বসন্তের কৃষক বাতাসে
পত্তত্র দুপুরে যদি ব্রহ্মচারী নিশ্বাস চাবুকে
সাহচর্য সঙ্কলন উপেক্ষিত ক্ষয়
আমার আবেগ স্নেহ প্রবৃত্তির [illegible]থ এসে
তবু তবু দেবে সায় ।

হিটারটায় জ্বলে সে কে

টেনে দে শিকলটাকে ভাঁড়ার ঘরে
চোখটা খোলা অন্ধকারে
অন্ধকারে গাড়ীর মুখ বৈচিক্ষ্য
ঘোমটা তোল্ বন্ধ কল ।

ভাড়ার ঘরে পিঁপড়ে সারি স্বাচ্ছন্দে
দুধের বাটির সম্বন্ধে
শ্বেত সাবলীল মুখর সিদ্ধবান
উঠোনে নাম ও বৌঠান ।

ধনেখালি আঁচল গোটা ধুলো লাগে
হিটারাটয় জ্বলে সে কে
কিউজ হলে বিভ্রান্তি প্লাগটা নাম
স্নেহাই নেই নৈবোপমা ।

রাস্তায় হর্ন বেজেছে পিপিপ্ পিপ্
বারান্দায় আলোর টিপ
টেনে দে শিকলটাকে ভাঁড়ার ঘরে
ড্রাইভার ফিরেছে জোরে।

যদি বৃষ্টি নামে অন্ধকারে

আমার আপত্তি নেই
যেতে চাও চলো
তবে কি জানো
যদি বৃষ্টি নামে অন্ধকারে।

চশমার কাঁচভাঙা ভদ্রলোক
জানলা দিয়ে স্টেপেজ মাপেন
সামনের সিটে হাত রেখে
একটু ঝুঁকলেন
কায়দাটা উঠবার
উঠি উঠি করেও ওঠেন না
বুঝলুম
উঠতে শিখেছি বলে
একদিনও বসিনি কখনো।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
'ক্যাজুয়ালদের স্থায়ী করো—
সন্ধ্যায় মুখ খুলে গেছে স্লোগানের

পার্কে
মালিশ চাইছে বাবু।

টমটমের ঘোড়া দু'টো হাই তোলে
আচ্ছা থাক
রণজি ষ্টেডিয়াম ঘেঁষে ইডেন উদ্যানে
তাও না
ফোর্টের মাঠটায়
আচ্ছা থাক্।

এক ঝাঁক খাকি গাড়ী উড়ে গেল
গন্ধটা কড়া
জাহাজে জ্বলল' তাঁরা
তক্তাঘাটে এপারে ওপারে।

আমার আপত্তি নেই
ফিরে যেতে চাও চলো
তবে কি জানো
যদি বৃষ্টি নামে অন্ধকারে।

তুষের আগুন

এ আগুন তুষের আগুন, আগুন চাপা আগুন
ধিক ধিক ধিক গুলজার বেশ বস্তু বহুদিন
মিষ্টবাক্য বর্ষা ঢেলে ধোঁয়ায় আকাশ ভরে দিয়ে
ধাপ্পাবাজির কাজিল ফাগুন লাগায় দূরবীন।

তুঙ্গী তুফান উস্কে দিল জ্বালাও কিন্ আর দিন
গঙ্গাজলে চাল ডুবেছে হাড়ের তুষে তিলাঞ্জলি
খোঁকার খেলা মহাপুঙ্গব অপগণ্ড ষণ্ডপুরে
ঘি না থাকে মজ্জা মধুর আহুতি দাও পাকস্থলী।

খোলামকুচি খেঁদির পোলা ম'লই বা ক্ষেত্রদাসী
হাসি হাসি ঠোঁটে ক্ষীরা খয়েরে রাঙা পানের ঝাঁঝ
লজ্জাপতি বজ্জাতির রেশমে ঢেকে পালকপীর
মুক্তোখাটে আসন নিলেন বর্ণাশ্রমে জ্যান্ত কাজ।

লড়ায়ে বাঁচতে হবে বাচতে গেলে লড়তে হবে
এ আগুন তুষের আগুন, আগুন চাপা আগুন।

ট্যামটেমি ঢোল অন্য কেউ

ট্যামটেমি না বাজলে ঢোল বাজা ব্যর্থ হ'ত
বোল কথা বলা
বউ তোর চোখ কানা হোক
ব্যর্থ হ'ত
কুড় কুড় তাক কুড় কুড়
গিন্নির পা দুখানা ছোটাছুটি
আলতায় দুধ
কর্তার চোখে কালি দেনাপাওনার
ছেঁড়া মাদুরের মধ্যিখানে

তামাকু বিকেল
ব্যর্থ হ'ত
বরের কপালে ফোঁটা
বৌদির স্বরা ভাব জড়োয়া নেকলেস্‌
ভাইঝির শাড়ী পরা
এমন কি শ্রী।

তবে দাদা একটা কথা
কানে কানে না বলে পারছিনে
বাদককে যদি কেউ না বাজাতো তবে
ধরুন
যদি কেউ না নাচাতো তবে
ই—য়ে মা—নে
তাক্‌ তাক্‌ তেরে কেটে
যদি তার আন্তরিক তাল
আর কেউ ঠুকতো না: তবে
ট্যামটেমির ঢঙ
উবে যেত কবে।

হাতির শুঁড়ে হাত

সামাল সামাল চাল বাছলুম
বলোনা কি ব্যাপারখানা কি
য়েঁদায় ঘষা চৈতন্য
গাল পাড়লুম

র‍্যাপারে ঢাকো গাছ গাছালি
হাসতে হাসতে কুয়াশ তিরাস
দাঁতে আগলে পড়ন্ত সংসার।

এবং আমার একটা মাটির হাতির শুড়ে হাত।

পাঁচটা পয়সা দেনা ভাই নিদেন পক্ষে
বাদাম কিংবা সবাই
ভাজা বালির তোলায় তুলো হালকা
ছুড়ি আজ টিউবয়েলে নেয়নি জল
মেঘ করেছে দেনার দায়ে উল্কা লিমিটেড।

এবং আমার একটা মাটির হাতির শুঁড়ে হাত।

দশটা মিনিট সবুর করতে নারাজ রোজ
এই জায়গায় রয়েছে খোঁজ
তীক্ষ্ণ নাকে দোলে
শমি কাঁটায় বিঁধেছে বাজপাখি
ভাবছো কি দেখলে না যা বলেছি।
এবং আমার একটা মাটির হাতির শুড়ে হাত।

দুপুরে চণ্ডা

কথার খুনসুড়িগুলি
মাঝে মধ্যে সুড়সুড়ি দিতে পারে রাগ
অদ্ভুত বৈকল্যে

কিম্বা শারীরিক নিজাম নবাব
পণ্ডিত মৌদগল্য গোত্র পাত্র হাতড়িয়ে
সাবাস আফিমখোর
এযাবত
ঘুড়ির সূত্রধার ঔপনিবেশিক
ইতিবৃত্তে পাখোয়াজ
বোনেরা সাবধান থাকো
যদিও সহজে রাস্তা উল্লিখিত ধোঁকা
অভ্যাসেও আসে কিছু কিছু
গৃহিনীরা বেওয়ারিশ মাল।

গ্রীষ্ম গন্ধে ভোগবতী
অন্তরালে রূপা
জলীয় উত্তপ্ত পোকা
ফুস্কুড়ি ঘামাচি
অযুত লস্করে
থ বড়েছে বাবুল থাপ্পড়ে
এবার সহসা বাকি বিকল্পের বাটি
গণ্ডুষ কষথেঁতো রসে পরিপ্লুত
প্রেমপীঠে দুগ্ধদান করে
আগন্তুক
শিরোপা বানিয়ে দেওয়া যাক
বকেয়া খাজনার কালি
ঝাপতাল দোসরা দেমাক
চিবুক অবাক
আখছার অঙ্কিত সমুদ্র গর্জায়
বেজারে দুপুরে চণ্ডী
ফোটে বড়জোর একটি কি দুটি গান

তারপরে একঘেয়ে আত্মপ্রচার
ইথারের পাত্রশূন্য হ'ল

ওগো দিদি বোতল ফেরত নাও
কেরোসিন দোকানে মেলেনি
খনিতে আগুন লেগে গেছে।

একচক্ষু

ব্যাটারিটায় চার্জ দিয়েছি এমন সময়
চশমা থেকে একটা কাঁচ পলড় চৌচির
গুড়িয়ে গেলনা সে ছড়িয়ে গেল না তখন
আলতু হাতে ফ্রেমে রেখে ষ্টার্টে দিলাম চাপ
দক্ষিণ চোখ ফণীভাষ্য দেখছি চতুর্গুণ
মণি মাসীর বাঁ হাতখানা দুমড়ে গেছে
পায়ের ফাঁকে হোমিওপাথি সাইন বোর্ডটা
হাকিম পাথর উড়ল কুকুর কুঁচতৈল
ভিটামিনের বোতল খরিদ্দার রেঁস্তোরায়
চেয়ার চিবোয় এবং লাইট পোষ্ট বৃদ্ধ
লেপটে গেছে একই আঙ্গ সঙ্গ পায়ে শাড়ী
গলায় নেকটাই নপুংসক ভেঙ্গে ফ্রেম
পড়ল ফের কাঁচ একচক্ষু হলাম কানা
সবটা হ'ল লোক কিছু লোক বানায় না না।

গ্রহীতা

সূর্যের নিক্ষিপ্ত বাণে অন্ধকার বধ হয়ে গেল
নিরঞ্জনা স্নানে ব্যস্ত, পাত্রপক্ষ দেখে যাবে আজ,
নির্বিকল্প প্রেম প্রীতি অসহ্য অন্তত জেনেছে সে
বাসুদেব অস্ত্রহীন, আশঙ্কায় তাকে ফেলে দিল।

বাসুদেব ঋভু, রঞ্জক, যৌতুক অন্তর যোধনে
যার প্রেম হৃদয়েই গীত হয় তার। যুদ্ধোত্তরে
যাজ্ঞসেনী ছিলনা কৌতুকে, নিস্ব হতে চায় পূর্ণ
সঁপে দিতে পারে একেবারে নারী-নয়নাবরণে।

পেনিলোপ মিলে যায় যার তার শ্রান্ত সংহার
নিরঞ্জনা যৌগিক ছলনা, বাসুদেব য়ুলিসিস
দ্বন্দে খোরে আজীবনকাল সমুদ্রকে সাঁতরিয়ে।
দাতা আছে অভাব ঘটছে শুধু যোগ্য গ্রহীতার।

একটু জল গলায় বড়ো জ্বালা

(১)

মেঘের পেটে আলোর হুড়োহুড়ি
এমনি দিন
একশো ফুট উঁচোয়
জলের ট্যাঙ্ক উঠ্‌ছিলাম
হেইরে যোয়ান

বাইশ আদমি নীচে
উপর থেকে আমার হুকুম
ভেজাচ্ছে লোমকূপ।

জ্যৈষ্ঠমাস কড়া গরম
মাথায় ঘিলু ঘুরছিল বনবন
হাজার হোক হেড মিস্ত্রী
শুকিয়ে গেলেও গলা
নামলে নীচে
কণ্ট্রাক্টার টাকা ছাড়তে করবে গড়িমসি
যাম ধরল' প্রবীন আত্মকথা।

একশো ফুট উঁচু
মেঘকে ছুঁই ছুঁই
দাঁড়িয়ে আছে টুপি মাথায় সাহেব
দেড়শো ফুট দূরে
তদারকের স্কেলটা হাতে ধরে
হেইয়ার যোয়ান
ঘুরল মাথা
পা হড়কে নামছি রসাতলে।

হাসপাতালে হুস ফিরল দুদিন পরে
মাথায় ব্যাণ্ডেজ
পায়ে পটি হাতে ফেটি
নাকের মধ্যে অক্সিজেনের নালা
কঁকিয়ে উঠি
একটু জল গলায় বড়ো জ্বালা।

(২)

চন্দন গন্ধে জীবনের উক্তি
পরাগের শক্তি
সূর্যের সঙ্গে মিলল সে সত্যি।

সজীর গর্ভে সবুজের ছন্দ
চরিত্তার কান্ত
মুক্তির মর্মে পাললিক পান্থ।
পৌরুষ কক্ষে প্রজনন উক্তি
রাঙালাল পাক্ষী
সাধ্যের সাম্যে তুলে চলে যুক্তি।

চন্দনগন্ধে বনানীর দ্বন্দ
মৃত্নময়ী মন্দ
মৃত্তিকা মঞ্চে নাচে নটিবন্দ্য।

বন্দরে বন্ধু নেমে দেখ সঙ্গ
সাগরের অঙ্গ
চন্দন গন্ধে করে রোজ রঙ্গ।

(৩)

অত্যধিক প্রশ্রয়ে
শক্ত ইটগুলি অত্যন্ত ইতর
ঝামা হয়ে গেল যদৃচ্ছা যাত্রায় কেবিনে
অট্টালিকা হর্ম্যভুক মালিকের কাছে
আব্দার সয়েছে চাকু কুবেরের মন।

তুর ছাই
তুখানি হাতের তালু
কড়া ধরে হাতুড়ির হালে
চড়চড় করে চামড়া
খোয়া ভাঙা সম্বোধির মতো
সাজিয়ে করেছি ক্ষেত্র

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্নরী ঝুনো ইঁট দিয়ে
পাকা বুকে
রৌদ্রের লোভ সামলাই
দালানে উদ্ধার লেখা
থামগুলি নির্বিকল্প উট
অথচ
নির্ব্যাজ ক্ষুধা নাড়ীতে কামড় দিল
হাঙরের মতো
রক্ত মাখা ঝণ্টু ইঁট দাঁতপাটি খাপে
এবং এগুলি
দুরূহ দুর্মতিবৎ সান্ত্বনা দেয় ।

লক্ষ লক্ষ অট্টালিকা হোক
একটি জানলার শিকে গেঁথে রাখি শোক ।

চাচা গাছ কাটে

চাচা গাছ কাটে চাচি পানি দেন দেখে
চাচা গাছ কাটে
সারা তেপর খাটে
সেই দুরির মাঠে দুই নদীর বাটে
চাচা গাছ কাটে চাচি পানি দেন দেখে
চাচা গাছ কাটে
সারা চোপর খাটে
বুবা আগুন প্যাটে

আজেলা রগ চটে
মাথায় খুন ওঠে
চাচা গাছ কাটে চাচি রস হেন দেখে
জিড়েন রস ছোটে।

রূপকথার রাজ্যে দেয়া অথবা নেয়া

চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম
তিরিশ মিনিট ধরে
অনেকগুলি পরীপরী নাচছে তাকে ঘিরে
দময়ন্তী গাঁথছে মালা
লীলাবতী অঙ্ক কষে বসে
বৃন্দাবনের ধুলো দেওয়া ময়না মেঘে
উপচে পড়ে রশ্মি
কোলের কাছে হাত রেখেছে নূরজাহান
আতর মেখে তান ধরেছে বেগম বাঈ
একপাশে যার পলক পড়ে হেলেন বোধ হয়
হোক না যা হয়
ইথার রাণীর কাল গিয়েছে এবার আমার
চোখের পাতায় অন্য ইতিহাস
পাল্কী পূর্ণিমার
রূপকথাকে পাঠিয়ে দিল তত্ত্ব দিয়ে দেয়ার।

এমন সময় একটি পরী বলল কানে কানে
নিতে যাকে পারবিনে তার জন্ম এই সনে॥

মনোলগ

ইডিয়েট ড্যাম ফুল মাথা ধরেছিল
ল্যাদলেদে কীট শুঁকে দেখলাম
মন্দ না আঁশটে ও পচা পচা
ডোবাটার পাঁকে ও বিপাকে
উবু হয়ে বসলাম
হাত দুটো মুঠো
ভাঙা হাড়ি শাকচুন্নি
বালতির আধখানা বেড়
বাচ্চুর মড়াখুলি যৌনপাত খুব স্বাভাবিক
বাঁদরের হতে পারে
বর্তিকার দৌড়ঝাঁপ অন্ধকারে অ্যানথ্রোপোমিটার
নিশ্বাসে হেজে গেলে স্নায়ু
অবিশ্বাসী কোবাল্ট কি হাইড্রোজেনচুর
কুণ্ডলী পাকাল' পুনরায়
সুড়সুড়ি শিহরণ কোল থেকে নেমে গেল
কুচকুচে সাপ।

সর্পিল কাতুকুতু কুতাস্থ জান্তব
খচ্চর
এ মুহূর্ত্তে মরল' না
আমি যে নরকলোভী
চারধারে স্যাঁতসেতে ঝোপ
বসে আর থাকি কেন
শুয়ে পড়ি উপুড় হয়ে
দুটো হাতে কাদা আকড়িয়ে

দুর্গন্ধ সম্রাট
নব্বুই না ততোধিক ভূত
নৃত্য করে দেহের দখলে
মাটি হই পোকা জন্মায়
আকাশের রঙ নেই রঙ নীল
ভিক্ষুক হাত পাতলাম
কর্জ দাও কিছু ক্লোরোফিল।

একটি সকাল

এ সকাল বুঝি ভেঙে যাবে আর খানিক পরে
এ সকাল বুঝি সংসার হবে ঘর্ঘর স্বরে পাখনা মেলে
কাশ্মীর বীর ধরেছে পশম সজ্জা
লুধিয়ানা থেকে মনিহারি ঘাট কান্না ছোটে
খাসিয়া কনের গাল ফেটে লাল ঝরল ফাগুন
ভাঙল কি ঘুম দ্রাবিড় নারীর।

অনশন রাহী ঘোলাটে বেয়াড়া চোখ মেলে
বিধুর শিশুর চেঁচানি থামবে
পৌষের আশ্বাস
যাহোক তাহোক
খেজুর বাগানে উনুন ধরিয়ে
রস জ্বাল দিয়ে ওড়োণ্ডে গুড়ের তাত।

এ সকালে বুঝি সহরের রাস্তায়
ভিস্তিতে জল দেয়
পার্কের ফাঁকে কুকড়ে মুকড়ে বেঘোরে লোক ঘুমায়
প্রকৃতির পেটে অবশ্য শোনা কথা
ক্ষুদ কুড়া ছিল
ধোঁয়াটে শরীরে ভিজে ভিজে মনে ইসারা জানাত
সন্দেহ হয় রিক্সাআলাকে
নাম চেনে জানে
অস্ত্রোপচারে কেটে গেছে কোন বেদানা বনে।

তবু মনে হয় আছে আছে আছে আছে
ঘাসের টোপরে প্রতিচ্ছবির শিশিরে
কত শিশুদের মুখ আঁকা আছে
আবোল তাবোল
খল খল খল হাসি হাম আছে
দুষ্টুমি ভরা এলো মেলো বহু পায়ের ছাপ
চিত্রলেখার কালো এলো চুলে
চপল স্বপ্ন
এক ঝাঁক পাখী কল কল কল ঘুম ভাঙায়।

কানের দুপাশে হিমেল বাতাস
হু হু করে শিস্ দিল
কুয়াশা ব্লাউজ ছিঁড়ে গেল
একদলা তালমিছরির মতো যৌবন
গলে গলে পড়ে
গলে গলে পড়ে পৃথিবীর মুখে আহূত রজক।

চেয়ে দেখলাম স্কুল বাড়ীটির নাক ঘেষে ঠিক পূবদিকে
কেঁপে কেঁপে ওঠে থাবা দিতে চায় রাঙাটুকটুকে বাচ্চা।

প্রভুর নকসা

ফুড়ুৎ করে উড়ল প্রভু
এবার কভু আসবে না এই ক্ষেতে
তাক্ ডুম্ ডুম্ তাক ডুম্ ডুম্
গুলির হোলি হচ্ছে না আর সোনাগঞ্জের মাঠে।

একটি ডানা খসে গেল আরেক ডানা কাল
মরা মাংসে শেয়াল ঘোরে
ঘুরছে কয়েক সাল
বেজায় গরম
রোদের জুলুম ভাগ দিসনে ভাগ
মাঠ ফেটে ছালখাল
কাটা ধানের শুকনো মোথা মাথায় মারছে চিড।

ধেৎ বেয়াদব।

প্রভুর এবার কি হাল হ'ল
বাঁধল' পিঠে বেহায়া কুলো
উড়ল' বেবাক ঝোঁকে
তাক্ ডুম্ ডুম্ তাক ডুম্ ডুম্
আলের দখল আমরা নিলাম একটি মাঠের বুকে।

যে আকৃতি বোবা অন্ধ না

ঠোঁট গুলি কথা বলে ওঠে
গুহার গহ্বরে ধ্বনি হ'ল
দশ বারো চৌদ্দ সতেরো বার
সংখ্যাহীন
পাওনা হেনেছে তীর পয়সার
অর্থনীতি গর্হিত .বতের বেহালা
ছড় টানে গুণ গুণ মেরুর বিলাপে
পাথরের বিবরে ধীবর
দেখেছিল সন্ধ্যাবেলা যাযবন
বুনোফল ছল বল কৌশল
পাতার প্রণয়
পাতকী বনিতা টিয়া পাগলের ছিলায় পিছল
গুহার দেওয়ালে
পোড়া পেটে খণ্ডমূল এখনও মেলে না।

গুম্ গুম্ গুহার ত্রিতাল
দাদ্‌রায়
ফাঁক খোঁজে সোম খোঁজে
নিরবধি
যেমন আমরা খুঁজি আপনারা খোঁজেন ভিয়েন
একান্ত আপন করা সুযোগ না পেয়ে
মানসীরা চুল বাঁধে হাত উঁচু করে
স্তনেরা থমকে যায়
কোন পন্থায় কোন স্বাধীন সাফাই
হিন্দোল এনে দিল।

সরোবরে হরিয়াল সরল বক
পাহাড়ের কোলে
তরতর কলরব করে কুলকুচি
শুচি দেহ তবু
বারবার প্রতিধ্বনি যা চাও তা পাও
ভিতরে জঠর
যেখানে পুরুষ নারী দুঁহু রূপে দুঁহু বিমোহিত
আকারেরা মরেও মরেনা
প্রাণের প্রবেশ পথে মৃত্যু তিরোহিত।

চোখের মণির মাঝখানে

মনের আয়না খুলে ব'স
একবারে বলো দেখি কারমুখ
বোধের সাবান দিয়ে
কাঁচটিকে সাফ করে নাও
ভালো করে চাও
সেখানে দেখবে তুমি একখানি মুখ
চোখেব তারার মাঝখানে
একখানি চোখ
তারও মধ্যিখানে
কাঁপে দোলে হাত নাড়ে
বোধহয় আসবে কাছে
হামাগুড়ি দেয়
তুমি যার সুতো বাঁধা ঢিল

ঘুরছ' বন্ বন্
নিতান্তই প্রিয়।

চোখ দুটি রগড়ে নাও
দেখে বলো কার মুখ
হেরে গেলে পারলে না
সে তোমারই আর কারও না যা তোমার সুখ

চক্রান্ত

চক্রান্তির অস্ফুটতায় জ্যোৎস্নেরা
দ্রাক্ষার্থের মূল্যপ্রদীপে দীক্ষিত
উর্মিউষ্ণ প্রত্যহে সেই পুষ্পেরা
মস্করার্থা ফাঁকা কটাক্ষে চেষ্টিত।

অস্তিত্বের পূর্ণ পুরাণে মল্লিকা
অহং হ্রদের শৈবালে সম্ভাব্য
এবং আঁজিতে পদার্থ পঞ্জিকা
মৌলিক আমি অভিনয়ে অশ্রাব্য।

করতোয়া নদী কৌশলে মর্কট
রংচটা খাদে বৈভব বিন্যাস
গুমোট গলিতে জ্যোৎস্নেরা লম্পট
তালালাগা মনে গ্রীষ্মের নিশ্বাস।

আণবিক আলো বঙ্কিম প্রচ্ছয়ে
আলোফুলে লাল প্রান্তরে মৃত্যুর
উদাস সিদ্ধ শূন্যবাদীও হন্যে
প্রয়াগ প্রয়াণ বস্তুত বন্ধুর।

অগুস্তি ঐ ষড়যন্ত্রের সৈন্যেরা
জর্জর বুড়ো চিরকাল ঈশ্বর
অভ্যাসভীত ধমকালে ধিঙ্গিরা
কিম্বা স্থির প্রানটাই নশ্বর।

গুটিপোকা

বাস্তু ঘুঘুর মতো বক্ বক্ করে
কাটলেন না রা রহস্য ঘনঘোরঘটা
তাহ'লে শুনুন চটবেন না খুড়ো
গল্প বলি আপনারই কায়দায়
কাজল ঘটনা ফাঁক করি।

রেশমীর শাড়ী পরা মিশরীর আদরের ধন
মিঠি মিঠি কানে কানে বলে গেল মুখরিত পণ
যেন তার মনে থাকে প্রাসাদের আলোর কানন
নিভানোর।

বহুদিন হ'ল একদিন ঘটেছিল এ ব্যাপার
আজ কারো খেয়ালে নেই থাকবারও কথা না

কোন এক নৃতত্ত্ববিদের মতন
কাঠখড় পোড়ালাম
পুরানো দুয়ারে হাতড়িয়ে অন্ধকারে সাবধানে
জিজ্ঞাসার ধূলোপড়া ছেঁড়াতার বাজে কিনা
সেই সন্ধানে গেলাম সেখানে।

যাক্ বাজে কথা
বলতে বসেছি যা তাই বলে শেষ করি কাজ
সিল্কের জরিজালে মিহি বোনা শাড়ী
সেদিন বাহারে ছিল সেজেছিল মিশরকুমারী
শুনুন সে ইতিকথা
কুলগাছ দেখেছেন কখনো
আরে বাপু হ্যাঁ হ্যাঁ কুলগাছ ডালে কাঁটা মূলে কাঁটা
কাঁটা কাঁটা তলা
আমাদের শার্টে কোটে প্যান্টে শাড়ীতে
টেনে ধরে নানান ঝামেলা
কেননা অভ্যস্ত চোর
উৎপাদনে সক্ষম যে তাকে আমরা না জানিয়ে
ঝাল নুন তেল লঙ্কা মাখিয়ে জারিয়ে
টুপ টাপ গালে ফেলি
গলাটি বাড়িয়ে বলি বুদ্ধিজীবি শ্রেণী
কাঁচালঙ্কা চোখ জলে যায়—
ওহো ভুলে গেছি গুলি মারলাম বাজে কথা।

ইনিয়ে বিনিয়ে সেই কুলগাছে
সবুজ পাতারা
সবখানি সবুজ না এক পিঠ সাদা
জড়িয়ে পেঁচিয়ে গোল করে

লালা দিয়ে ঘাম দিয়ে প্যাট্ করে ফেটে যায়
টিপ মারলেই
অবশ্য আমার টিপ অথবা আপনার
এমন যে পোকা পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে
বোকা তার বুদ্ধি কম লেখাপড়া শেখেনি ইস্কুলে
নিজেকে জড়িয়ে ফেলে যেমন জড়ায়
ভুনম্বর বক্তীর ফেলু মুচি ফেল্‌নাই হবে
জুতার হাফসোল্ মুছে সেলাইএর ফোঁড়গুলি তুলে
এহেন পোকার বোকামোয়
সেদিনের বিশ্বসুন্দরী ঝলমলে শাড়ী পরেছিল।

নিন্ ধরুন মারুন টান হুকোটিতে
তালুদিয়ে দিয়েছি মুছে থুথু
একটি মজার কাণ্ড এখনো বলিনি খুড়ো
এই যে পেঁচানো জাল যার গল্প শুনালাম
সেইজাল যদি গায়ে ঠেকে একবার
না না আপনার না পোকাটির
তাহলে
ছিড়ে ফুটে কেটে ফেটে টুকরোগুলি রেখে রেশমের
পোকাটি বেরিয়ে পড়ে ডানা মেলে
থামলেন কেন টান দিন হুঁকোটি শব্দকরে বেশ
তখন অপনি ও আমি অহঙ্কারে ছড়াতে পারিনে
কুচো ঘেঁষে।

বালি কষ কাটলেট

বালি বালি বালি কাটলেটে বালি
টেবিল চাদরে বালি পায়ে বালি মুখে বালি
পড়ল না চোখে বালি
দৃষ্টিস্বচ্ছ দুটি বোধ দুটি আমি তুমি
উতলে পড়ে নোনা কষ অভিজ্ঞ চলায়
সমুদ্রের চরে
আমরা যাকে বীচ্ বলি কিছু শক্ত জলে ভিজে
খানিক নরম।

ফিঙে ডাকে শুকনো ঝাউডালে
কাঁটা গাছে ফুল ফোটে শিকড়েও বালি
জালে মাছ বাধে
ট্যাংরা কাঁটা ইলিশ চন্দনা
মাছ খেকো শঙ্কর হাঙর
সবে যাই আমি ও সুভাষ
বালি নুন বালি আর বালি।

হাঙরের জ্যান্ত বুক চেটে পুটে খায়
হন্যে কুকুর
লেজ কেটে যোদ্ধা বলরাম
গুমরায় রোষে তাকিয়ে দেখো না
নুন কষ বালি বলাবলি করি
যেন ভাই কাঁকড়ার দল
গর্ত খুঁজি ভিজে সোঁদা তপ্ত বালির
অন্তরীন থাকি কিছুকাল।

বসন্তে সব্যসাচী

নয়নোপান্তে নয়নী বন্দী হ'ল
বসন্ত যেন পূর্ণ সাবেকী চালে
শাগরেদ নিয়ে শামরী সবুজ বনে
সব্যসাচীকে শুধাল সগৌরবে
এসো জঙ্গলে চিত্রাঙ্গদা আছে
চিদাভাস চির চিরায়ু চরম গান
পত্রে বর্ণে বেজে ওঠে চর্চ্চরী
প্রযুক্ত দেহে তুমিও সিদ্ধকাম ॥

অবলীলাক্রমে অর্জ্জুন অন্তরে
ঔৎসুক হ'ল আরক্ষী অধ্যায়
প্রকাশ করতে অভ্যাগমের অর্থ
আবীর কোথায় খুঁজতে বেরিয়ে বুঝি
অর্পন করি অলাত অঙ্গ শেষে
চিদ্রূপ এই বসন্ত বিবৃতে
চিত্রাঙ্গদা সত্যই যদি থাকে
সে শুধু আমার আর কারো নয় জেনো
পূর্ণিমা রাত বিবিক্ত করে তাকে ॥

বাধ্য নটনটি

আমি সং সহযাত্রী তুমি
পায়ে পায়ে বেধে যায় দীন বাধ্য নাচে
ফ্লুট নিয়েছি হাতে
সেফ্‌টি পিন দিয়ে আটকানো
থাকে থাকে পরচুল
গিল্টির কানপাশা কানে দিয়ে তুমি
বেনারসী ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে কাঁদো
ফোঁত্‌ ফোঁত্‌ করো নাক
কাদা ধূলা পাদপদ্মে
নথ্‌ গেছে ক্ষয়ে
সর্ব্বক্ষেত্রে তাল নেই স্বর্গ বাধ্য নাচে
আমি সং সহযাত্রী তুমি।

আমি তুমি কৃষ্ণ রাধা সাজি
হর পার্ব্বতী
আমি তুমি ইন্দ্রশচী
কোচড়ের থলে ভর্তি নারকোল খই গুড়
বাসি রুটি আলু চচ্চড়ি
বৈশাখে পুকুর ধারে পা ধোয়া নিষেধ
দ্বিপ্রহরে অঙ্গপৃক্ত যদি কিছু চুঁয়ে পড়ে
পোষক পড়ুক
মনে রেখো আমি সং সহযাত্রী তুমি
আমি তুমি বাধ্য নই নাচে
দুনিয়া নাচছে বলে নাচে রত তুমি।

নদীপার

ঝিলিক চিক নদীটার নাম
কি আছবে উ নদীপার
টুকুর টুকুর দিখা যায়
পাথরগুলার নাম নাই
ছ গাড়োয়ান উহাব উপর
চাপিস্ তু চাপি আমি
চওথর দুপহরে
ভুত খেলছে রোদের চোলাই
ভাটাই ঝোরাই তুহার আঁখি
বল্ সিনাইবি টুকুন হরিণ
মহুল মদেব হাঁড়ির ঘরে
হ্যাঁরে হ্যাঁ বৈকাল
কাপড় খুলে ডুব দিয়েছে
তাকাস্নি গো হুঁসিয়াব
গড়ুই মাছে দম নেয়
হারে বাপ্‌স্ উ দেখ্ তুই
কাঁড় বাঁশটায় ডগায় যম।

উপারটার নাম কি আছে
নাম জানিনে নদীপার।।